RUNNER অটোমোবাইলস্ লিমিটেড-এর মোটরসাইকেল কারখানার শুভ উদ্বোধন

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর মোটরসাইকেল কারখানা উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। মহতী এই উদ্যোগের জন্য রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

অটোমোবাইলস্ অঙ্গনে রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ তাদের ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নতুন উৎপাদন কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে দেশীয় তৈরী মোটরসাইকেল ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমাদের দেশের মানুষ গর্ববোধ করবে অন্যদিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

একটি উন্নত বাংলাদেশ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ কর্তৃক দেশীয় একটি উৎপাদন কারখানা স্থাপন তার একটি অংশীদার বলে আমি মনে করি। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের এই ধরনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমি রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম)

সমৃদ্ধির পথ ধরে, এগিয়ে যাবো বহুদূরে

স্বর্নালী দিনলিপি

আজকের এ দিনটি রানার গ্রুপ অব কোম্পানীর সকল কর্মী, পৃষ্টপোষক ও শুভানুধ্যায়ীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। আনন্দ হওয়ারই কথা। কেননা গ্রুপের পথিকৃৎ রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ আজ তাদের নিজস্ব মোটরসাইকেল কারখানার শুভযাত্রা শুরু করছে। রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ তথা রানার গ্রুপ অব কোম্পানী আজ বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সমাজে সুপরিচিত একটি নামই শুধু নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীকও বটে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা নিঃসন্দেহে বড় একটি অর্জন। এই অর্জন বা সাফল্যের পিছনে রয়েছে রানারের বিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ, শেয়ার হোডারবৃন্দ এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সততা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আজকের এ দিনে রানার গ্রুপ তার সকল সহযোগী, শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরন করছে এবং তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের আনন্দঘন মুহূর্ত একটি কোম্পানীর জীবনে বার বার আসে না। তাই কোম্পানীর মোটরসাইকেল কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষে সকলের অবগতির জন্য রানার এর উন্নয়ন ও দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানে তুলে ধরা হলো।

রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড

চীনের ডায়াং মোটরসাইকেল বিপনণের মাধ্যমে রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেডের যাত্রা শুরু হয় ২০০০ সালে। কোম্পানিটি প্রথম থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় মোটরসাইকেল আমদানি করে নিজস্ব কারখানায় সংযোজন ও মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজারজাত শুরু করে। উল্লেখ্য যে, ডায়াং মোটরসাইকেলের মূল প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান হলো "লুইয়াং নর্দান একচর মোটরসাইকেল কোম্পানি"। এটি চীনের নর্দান গ্রুপ ও থাইল্যান্ডের সিপি গ্রুপের যৌথ অংশীদারিত্বে পরিচালিত একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। চীনের লুইয়াং শহরে অবস্থিত এই কোম্পানী জাপানের হোডা মোটরসাইকেল থেকে কারিগরী প্রযুক্তি ক্রয়ের মাধ্যমে ডায়াং মোটরসাইকেল প্রস্তুত করে থাকে। সৃজনশীল বিপনণ কার্যক্রমের মাধ্যমে রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড ডায়াং মোটরসাইকেলকে বাংলাদেশে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ তাদের পূর্ব পরিকল্পনা ও লক্ষ্য সামনে রেখে লুইয়াং নর্দান একচর মোটরসাইকেল কোম্পানীর কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ নিয়ে ময়মনসিংহের ভালুকায় প্রায় ১০০ বিঘা জমির উপর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল যন্ত্রাংশ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ইতিমধ্যে ভালুকায় স্থাপিত কারখানায় মোটরসাইকেলের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ যথা: Chassis, Frame, Rear Fork, Fuel Tank, Main Stand, Side Stand, Foot Peg ইত্যাদি তৈরি এবং সংযোজন এর কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ইঞ্জিনসহ পূর্ণাঙ্গ মোটরসাইকেল তৈরির যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করেছে। আর এ কারখানা থেকে রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ মোটরসাইকেল উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা বাহুল্য যে, শিল্প বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগে রানার শুধু নিজেদের প্রতিষ্ঠানকেই বড় করে গড়ে তোলা নয়, বেশ কিছু স্থানীয় প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে মোটরসাইকেল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনের কারখানা গড়ে তুলতে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছে। তাদের উৎপাদিত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ যেমন, Motorcycle Seat, Break Cable, Cluch Cable সহ অন্যান্য Cable, Wiring Harness, Tyre Tube, Battary, Plastic Components (Side Cover, Indicator Light, Head Light, Fender) ইত্যাদি সহ আরও অনেক যন্ত্রপাতি বর্ধিত হারে রানারের মোটরসাইকেলে সংযোজিত হচ্ছে। এতে করে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে পাশাপাশি ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বেশি বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান দেশে আরো গড়ে উঠতে সহায়তা দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২০০ ডিলার ও সাব ডিলার তাদের ৩২৫ টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত আছে। কোম্পানির বিক্রয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ২০১১ সালে ৪৫ হাজার মোটরসাইকেল বিক্রয় করে এবং ২০১২ সালে ৬২ হাজার মোটর সাইকেল বিক্রি করার টার্গেট ঠিক করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোটরসাইকেল বাজারে ৫০ ও ৮০ সিসি ক্ষমতার মোটর সাইকেল ব্যবসায় রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড বর্তমানে প্রায় একচ্ছত্র সাফল্য ও কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গ্রামঞ্চলের সাধারণ মানুষই হলো এ ধরনের মোটর সাইকেলের মূল ক্রেতা। সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষের প্রিয় বাহন হিসেবে রানারের মোটরসাইকেল আজ গ্রামগঞ্জে বিপুলভাবে সমাদৃত।

গ্রাহক সেবাকে রানার গ্রুপ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রানার অটোমোবাইলসের বিক্রয়োত্তর গ্রাহক সেবা কার্যক্রম সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। মোটর সাইকেলের যেকোনো যান্ত্রিক ত্রুটির প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য রানারের দক্ষ ও অভিজ্ঞ সার্ভিস টিম নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী যথাসময়ে পৌঁছে যায় সম্মানিত গ্রাহকদের দোর গোড়ায়। রানার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের যেকোনো জায়গা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ পৌঁছে দিতে এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত মোটরসাইকেলের যান্ত্রিক ত্রুটি দুর করতে ক্রেতা সাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রানার গ্রুপের ভূমিকা

শুধুমাত্র বাণিজ্য বা বিপনণ কার্যক্রমই রানার গ্রুপের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে বেকার সমস্যা দূরীকরণে রানার গ্রুপ নিজেদেরকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে চায়। এজন্য দেশের অর্থনীতিতে বহুমুখী অবদান রাখার পাশাপাশি ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রানার গ্রুপে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ১,৭০০ কর্মী কর্মরত আছেন। এছাড়াও সারা দেশে ছড়িয়ে আছেন কোম্পানি সমূহের সম্মানিত ডিলারগণ ও তাদের কর্মীবাহিনী। বলা বাহুল্য রানার গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুসংখ্যক মানুষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশে কর্মসংস্থানের এই ধারা অব্যাহত রাখতে রানার গ্রুপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রানার গ্রুপের রয়েছে একটি দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী। এই নিবেদিত কর্মীবাহিনীই রানারের যাবতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রাণশক্তি। সঙ্গত কারণেই তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে নিয়মিত উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। রানার গ্রুপ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কোম্পানিগুলো তথা বাংলাদেশের জন্য একদল প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মীবাহিনী তৈরি করতে সংকল্পবদ্ধ।

রানার অটোমাবাইলস্ লিমিটেডের মোটরসাইকেল কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত নিবন্ধে শুধু রানার গ্রুপের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা তুলে ধরা নয় বরং বিগত বছরগুলোতে সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়নও এর অন্যতম লক্ষ্য। বিগত দিনের সাফল্যগুলো যেমন রানারকে আরও অনুপ্রাণিত করবে, সামনের দিকে এগিয়ে নেবে, তেমনি অতীতের ব্যর্থতাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সুরক্ষায় আগামীদিনের সঠিক পথনির্দেশনা পাবে। রানার গ্রুপের পরিচালকমন্ডলী বিশ্বাস করেন যে, এই গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো তাদের অভিষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠনের কাণ্ডারী রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেডের সাথে কালক্রমে সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে আজ রানার গ্রুপ-এ পরিণত হয়েছে। এ অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে রানার গ্রুপের সাথে জড়িত সকলের নিরলস শ্রম ও মেধার ফসল। আজকের এই বিশেষ দিনে রানার গ্রুপ তাদের অতীত অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি রানার গ্রুপ শুরু থেকেই বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে রোডসাইড মেকানিকস্ ও কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিয়মিত বৃত্তি প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ২০০৬ সাল থেকে অদ্যাবধি ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণ সাধনে তাদের স্কুল পরিচালনায় রানার গ্রুপের পক্ষ থেকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বন্যা, সাইক্লোনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে রানার গ্রুপ জরুরী ত্রাণ তৎপরতাসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে। এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য রানার ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট নামে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সেবামূলক কাজের পাশাপাশি দেশে খেলাধূলার মানোন্নয়নে রানার গ্রুপের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্যায়ে টেনিস, গলফ্ ও কাবাডি খেলা প্রতিযোগিতায় নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিভাবান খেলোয়ারদের উন্নত প্রশিক্ষণের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আজ ২১ জানুয়ারি ২০১২ রানার গ্রুপের অভিযাত্রী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেডের মোটর সাইকেল উৎপাদন করার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি, সম্মানিত অথিতি হিসেবে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আমানউল্লাহ ও জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সংসদ সদস্য ও সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। মন্ত্রীমহোদয় ও সংসদ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করবে তেমনি রানার গ্রুপ অব কোম্পানির ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। মূলত: ক্রেতাসাধারণের সর্বোচ্চ অর্জনের পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সাফল্যের ইতিবৃত্ত অর্থবহ ও স্মরনীয় করে তোলাই হলো এই আয়োজনের লক্ষ্য।

দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থনে বলীয়ান হয়ে রানার গ্রুপ আগামী বছরগুলোতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে চায়। দেশ ও জাতির কল্যাণে রাখতে চায় আরও অর্থবহ অবদান। শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের এইদিনে রানার গ্রুপ সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছে।

দিলীপ বড়ুয়া
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড এর উদ্যোগে নতুন মোটরসাইকেল কারখানা স্থাপন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশিয় উদ্যোক্তাদের এ মহতী উদ্যোগের প্রতি আমার আন্তরিক সমর্থন ও শুভেচ্ছা রইল।

জনবহুল বাংলাদেশে মোটরসাইকেলসহ যানবাহনের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায়, বৃদ্ধি পেয়েছে বিলাসবহুল দ্রব্য ভোগের প্রবণতা। যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্রমোন্নয়নের ফলে পরিবহন ব্যবস্থায়ও দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। যোগাযোগের দ্রুত অথচ সহজলভ্য বাহন হিসেবে মোটরসাইকেলের চাহিদাও বেড়েই চলেছে। দেশিয় জনসম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের মোটরসাইকেল তৈরি করা গেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে একদিকে আমদানি খরচ কমবে, অন্যদিকে অর্জন করা সম্ভব হবে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। এ বিষয়ে রানার অটোমোইলস্ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ ইতিবাচক উদ্যোগ নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি মনে করি, রানার অটোমোইলস্ লিমিটেডের এ উদ্যোগ শিল্পখাতে সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বাংলাদেশে নিজস্ব প্রযুক্তিতে মোটর সাইকেল উৎপাদন গুনগত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করবে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য উদ্যোক্তারাও সম্ভাবনায় শিল্পখাতে বিনিয়োগ এগিয়ে আসবে-এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড এর নতুন এ অভিযাত্রার সাফল্য কামনা করছি।

০৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

(দিলীপ বড়ুয়া)

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ আমানউল্লাহ
সংসদ সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশের মাটিতে এবং আমার এলাকা ভালুকায় রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর মোটরসাইকেল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি সত্যিই ভীষণ গর্বিত ও আনন্দিত।

বর্তমান সরকার দেশীয় কোম্পানীগুলোর বিকাশকে সব সময়ই গুরুত্ব দিয়ে আসছে এবং ব্যবসা সহায়ক একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অনুকূল পরিবেশে রানার অটোমেবাইলস্ লিঃ এর এই উদ্যোগ তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে নি:সন্দেহে। এখান থেকে উৎপাদিত মোটরসাইকেল দেশের মানুষ সুলভ মূল্যে কিনতে পারবে বলে আমি আশাবাদী। তাছাড়া, মোটরসাইকেলের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও এবার আরো সংগঠিত হতে পারবে। ফলে বাংলাদেশের সমষ্টিক অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে।

তারা যাতে ধীরে ধীরে আরো বড় ও শক্তিশালী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং দেশের অগ্রযাত্রায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য আন্তরিক দোয়া রইল।

আমি রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

(অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ আমানউল্লাহ)

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী
সংসদ সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দেশীয় তৈরি পণ্যের অবদান অনস্বীকার্য। আর সেদিক থেকে রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ-কে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এজন্য যে, সময়ের সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা দেশের ভিতর একটি মোটরসাইকেল কারখানা স্থাপন করে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।

মোটরসাইকেল সাধারণ মানুষের জীবনকে আরো গতিশীল করে তোলে। তাই দেশে মোটর সাইকেলের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। কিন্তু বিদেশ থেকে মোটরসাইকেল আমদানী করার ফলে আমাদের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহের উপর চাপ পড়ে। রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর এই উদ্যোগের ফলে মোটরসাইকেল আমদানী অনেকটা হ্রাস পাবে, দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে আরো শক্তিশালী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের শিল্পায়নে রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য অর্জনে আরো সহায়ক হবে। আমি তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী)

মোজাম্মেল হোসেন
ভাইস-চেয়ারম্যান
রানার গ্রুপ

বাণী

রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর নতুন একটি মোটরসাইকেল কারখানা চালু হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা বিদেশ থেকে খুচরো যন্ত্রপাতি এনে এখানে সংযোজনের মাধ্যমে ক্রেতাদের মানসম্মত মোটরসাইকেল সরবরাহ করে আসছি। এখন থেকে আমরা নিজেদের কারখানায় তৈরি করতে পারব পূর্ণাঙ্গ মোটরসাইকেল। এটি রানার অটোমোবাইলস লিঃ এর জন্য একটি মাইল ফলক। অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই যে, মানুষকে আমরা দেশের তৈরি মানসম্মত মোটরসাইকেল সরবরাহ করতে সক্ষম হবো।

রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ সব সময়ই মানুষের সাথে সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। তাই দেশজুড়ে আমাদের ডিলার নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের চাহিদা পূরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকি। শক্তিশালী ডিলার নেটওয়ার্ক থাকায় ক্রেতা সাধারণ তাদের হাতের নাগালেই আমাদের তৈরি মোটরসাইকেল পেয়ে থাকেন। তাদের যেকোনো সমস্যার দ্রুত ও তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর দেশজুড়ে বিস্তৃত সার্ভিস সেন্টার তো রয়েছেই।

আগামী দিনগুলোতে সর্বস্তরের মানুষের চাহিদা পূরণে আরও সুলভ মূল্যে মোটরসাইকেল সরবরাহ করতে পারব বলে আমি আশা রাখছি।

আল্লাহ্ হাফেজ।

০৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

(মোজাম্মেল হোসেন)

হাফিজুর রহমান খান
চেয়ারম্যান
রানার গ্রুপ

বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
আস্‌সালামু আলাইকুম,

রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড এর মোটরসাইকেল কারখানার আজ শুভ উদ্বোধন। দিনের উষালগ্নের শুরুতে আমি পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া আদায় করছি।

যাদের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসে রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ মোটরসাইকেল কারখানা স্থাপন করেছে, আমাদের সেইসব সম্মানিত ক্রেতাসাধারনকে এ বিশেষ মূহুর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাছাড়া, বিজ্ঞ পরিচালকমণ্ডলী ও ডিলারবৃন্দের সময়োপযোগী পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য এবং কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রম, নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়নতায় আজ এই কারখানা স্থাপন সম্ভব হয়েছে সেজন্য তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের এ পথচলা এখানে শেষ নয়, সবে শুরু মাত্র। লক্ষ্য আরও অনেক দূর। নিত্য পরিবর্তনশীল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে, উন্নত প্রযুক্তি ও ধ্যান ধারনাকে গ্রহন করে প্রতিষ্ঠানটির অবদান দেশে বিদেশে সুপরিচিত করে গড়ে তুলতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এবং এর অন্যান্য সহযোগী কোম্পানীগুলি যেন আগামী দিনগুলোতে আরো উন্নতি ও সাফল্যের সাথে দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান, জাতীয় অর্থনীতি এবং সমাজ কল্যানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করি। একই সাথে আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

সকলের জন্য সর্বাঙ্গীন শুভ কামনা।

০৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

(হাফিজুর রহমান খান)

ব্রিগেঃ জেনারেল শফিকুজ্জামান (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড

বাণী

রানার অটোমোবাইলস লিঃ এর মোটরসাইকেল কারখানার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিগত দিনগুলোতে রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর অর্জন অনেক। তারই ধারাবাহিকতায় ময়মনসিংহের ভালুকায় প্রায় ১০০ বিঘা জমির উপর একটি মোটরসাইকেল তৈরির কারখানা আমরা চালু করতে পেরে আনন্দিত। এখন থেকে আমরা এই কারখানা প্রতিদিন গড়ে ৫০০টিরও বেশি মোটরসাইকেল তৈরি করতে পারব। প্রায় ৫০০ দক্ষ কর্মী তাদের সুনিপুণ হাতে নিরলসভাবে এখানে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা চেষ্টা করছি এই কারখানাটিকে একটি অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে। আর তাই এর সকল যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে নির্মাণ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে বিশেষ প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া, বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ঋণ গ্রহন সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখে তাদের জীবনযাত্রার মানকে আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা দেশে বিশেষ ভাবে নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্বের সংখ্যা কিছুটা হলেও লাঘব করতে সক্ষম হব। আপনাদের এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় আমরা আমাদের কাংক্ষিত লক্ষ্য পূরনে সক্ষম হব, ইন্‌শাল্লাহ্।

আমাদের এই সকল আয়োজন মূলত সর্ব-সাধারণকে আরো ভালো সেবা দেয়ার প্রত্যাশায়। এখন থেকে বাংলাদেশের মানুষ গর্ব নিয়ে বলতে পারবে - এ আমার দেশের মোটরসাইকেল।

আল্লাহ্ হাফেজ।

০৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

ব্রিগেঃ জেনারেল শফিকুজ্জামান (অবঃ)